দৈনিক ইনকিলাব

NOV. 24 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ......

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর এবং কোষাধ্যক্ষকে অব্যাহতি দিয়ে সরকার এসব পদে নতুন নিয়োগ দিয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সার্জারী বিভাগের সাবেক অধ্যাপক, বাংলাদেশ ডেন্টাল মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল স্থায়ী স্বীকৃতি প্রদান কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম এ হাদীকে সরকার শেখ মুজিব মেডিকেল

২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করেছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদে পিজি'র মেডিকেল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোঃ তাহির ও পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোঃ আবদুল মান্নান মিয়াকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ পদে হেপাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মবিন খানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদের নিয়োগ দেয়ার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডাঃ এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডাঃ মাহমুদ হাসান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক রশিদ-ই-মাহবুব ও অধ্যাপক কাজী মেসবাহ উদ্দিন ইকবাল এবং কোষাধক্ষ অধ্যাপক ডাঃ প্রাণ গোপাল দত্তের নিয়োগ বাতিল করেন।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৭ সালে পিজি হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করে শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করে। অবকাঠামোর কোন রকম পরিবর্তন ছাড়াই আওয়ামী লীগ সরকার পিজি হাসপাতালকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে। তখন এই আদেশের বিরুদ্ধে পিজি'র ডাক্তার, নার্স ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আন্দোলন গড়ে তুলে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার শক্ত হাতে এই আন্দোলন দমন করে। একই সাথে দলীয় চিহ্নিত লোকদের এখানে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়। বর্তমান চারদলীয় জোটের সরকার ক্ষমতায় আসার পর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নার্সরা পিজি হাসপাতাল পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাবীতে আবার আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নামের সাইনবোর্ড ভেঙ্গে ফেলে এবং তাদের নিজেদের উদ্যোগেই পিজি হাসপাতাল সাইন বোর্ড লাগিয়ে দেয়।